গাংনীতে বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের কমিটি গঠন

বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা কমিটি গঠন ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রবিবার দুপুরে গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের হলরুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, জেলা কমিটির আহবায়ক প্রফেসর হাসানুজামান মালেক। উপজেলা কমিটির আহবায়ক মহিলা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ খোরশেদ আলীর সভাপতিত্বে ও গাংনী প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রভাষক রমজান আলীর পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন, জেলা কমিটির সদস্যসচিব সাইদুর রহমান, জেলা আহবায়ক কমিটির সদস্য সিরাজুল ইসলাম, নুর জাহান বেগম, মকলেছুর রহমান খোকন, মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক মুরাদ হোসেন, আলমডাঙ্গা এসএম জোহা কলেজের সহকারী অধ্যাপক সালাউদ্দীন,

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু শহীদ স্মৃতি পাঠাগারের সহ-সভাপতি ইয়াছিন রেজা, গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক নাসির উদ্দীন, তেড়াইল-জোরপুকুরিয়া ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক মাসুম উল হক মিন্টু, রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান, বিপিএন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক একেএম ওহিদুল ইসলাম আসাদ, বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের জেলা আহবায়ক কমিটির সদস্য অশোক চন্দ্র বিশ^◌াস, আবুল কাশেম অনুরাগী, আজিজুল হক রানু, গাংনী প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাইটিভির জেলা প্রতিনিধি মাহাবুব আলম ও সাংবাদিক তোফায়েল হোসেন প্রমুখ।

এসময় উপজেলার বিভিন্ন কলেজের প্রভাষক, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ সাস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, সামাজিক ব্যক্তিত্ব ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি বৃন্দ।

অনুষ্ঠান শেষে গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ খোরশেদ আলমকে বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের আহবায়ক ও প্রভাষক ও উপজেলা যুব লীগের সাধারণ সম্পাদক শফি কামাল পলাশকে যুগ্ম-আহবায়ক করে আগামী ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ আহবায়ক কমিটির গঠনের নিদের্শনা দেওয়া হয়।

ডা: ফাহিমের উত্থান ও সার্জন বনে যাওয়ার নেপথ্যে

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ক্লিনিকে প্রসূতি মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর বেরিয়ে আসছে ডাক্তার ফাহিম উদ্দীনের উত্থান ও সার্জন বনে যাওয়ার নেপথ্যের কথা। বেরিয়ে আসছে তার নানা অনিয়মের চিত্র।

গেল ৪ নভেম্বর কোটচাঁদপুর নার্সিং হোমে ডাঃ ফাহিম উদ্দীন অঞ্জনা (২২) নামের এক প্রসূতিকে সিজারিয়ান অপারেশরন করেন। ছাড়পত্র নিয়ে ওই গৃহবধূ বাড়িতে যাওয়ার দুই দিন পর তিনি আবারও অসুস্থ্য হয়ে পড়েন। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ওই গৃহবধূর মৃত্যু হয়। এগারো দিনের ব্যবধানে পৌর শহরের বড়বামনদাহ গ্রামের মিতা নামে আরো এক প্রসূতির মৃত্যু হয়।

যা, গেল ২৪ নভেম্বর জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকাসহ বেশ কয়েকটি অন-লাইনে প্রকাশিত হয়। এরপর থেকেই বেরিয়ে আসছে ডাঃ ফাহিমের নানা অনিয়মের চিত্র।

অনুসন্ধানে জানা যায়, ডাঃ ফাহিম উদ্দীন ২০০০ সালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস পাশ করেন। এরপর তিনি দেশের বেশ কয়েকটি বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করেন। পরবর্তিতে ২০০৫ সালের দিকে কোটচাঁদপুর কর্ণফুলী ডায়াগনস্টিক সেন্টারে চাকুরী নেন। পরিচিতি পায় আল্ট্রাসনোগ্রাম ডাক্তার হিসেবে। শক্ত করতে থাকে নিজের অবস্থান। চালতে থাকেন তার কুট-কৌশল।

কর্ণফুলী থেকে বের হয়ে এক সহকারীকে সাথে নিয়ে নিজেই বনে যান ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিক। প্রসার ঘটে ডায়াগনস্টিক ব্যবসার। এতেও সন্তুষ্ট নয় ডাঃ ফাহিম। অধিক লাভের আশায় ওই প্রতিষ্ঠান ছাড়তে তাল-বাহানা শুরু করেন। অবশেষে ২০১৮ সালের দিকে তিনি ওই প্রতিষ্ঠানকে মাঝপথে রেখে নিজের পাওনা বুঝে নিয়ে ছিটকে পড়েন।

এরপর শুরু হয় কোটচাঁদপুর শহরের বিভিন্ন ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে তার পদচারণা। এ সব প্রতিষ্ঠানে তিনি আল্ট্রাসনো গ্রাম

ও সিজারিয়ান অপারেশনসহ বিভিন্ন ধরণের অপারেশন করতে থাকেন।

এদিকে কোটচাঁদপুরে ক্লিনিক গুলোয় সার্জনের চাহিদা থাকায় অল্প দিনেই বনে যান সার্জন। সম্প্রতি ডাক্তার ফাহিম উদ্দীনের সিজারিয়ান অপারেশন করা প্রসূতি রোগীর মৃত্যু হয়। এ ছাড়া একই অপারেশন করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন আরো তিনটি পরিবার। সূত্র জানায়, প্রকাশ না হওয়া আরো অনেক ভুক্তভোগী আছে যারা ডাক্তার ফাহিমের শিকার হয়েছেন।

প্রশ্ন উঠেছে তার এইসব অপারেশন করার বৈধতা নিয়ে। জনমনে প্রশ্ন একজন মেডিসিন আলট্রাসনোগ্রাম করা ডাক্তার এনেসথেসিওলজিষ্ট (অজ্ঞান ডাক্তার) ছাড়া কিভাবে অপারেশন করে! আর এ ভাবে কোন নিয়ম কানুনের তোয়াক্কা না করে বীরদর্পে কোটচাঁদপুর-মহেশপুর উপজেলার বিভিন্ন ক্লিনিকে করে যাচ্ছেন অপারেশন।

অনিয়মের মাধ্যমে নিজের অবস্থান শক্ত করে রোগী ও তার স্বজনদের সঙ্গে অসদাচরণ করা তার নিত্ত-নৈমত্তিক ঘটনা। এই ঘটনায় সিভিল সার্জন অফিস একটি তদন্ত কমিটি গঠন করলেও তদন্তের আগেই তদন্ত কর্মকর্তার পরিবর্তন হয়। বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন ডাঃ সেলিনা বেগমের সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করে পাওয়া যায়নি।

গাংনীর গাড়াবাড়িয়াতে ইসলামী ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিং উদ্বোধন

মেহেরপুরের গাংনীর গাড়াবাড়িয়া গ্রামে ইসলামী ব্যাংক এজেন্ট ব্যাংকিং এর উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল রবিবার বিকালে ব্যাংকের সামনে এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করা হয়।

গাড়াবাড়িয়া গ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাজী শওকত আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন ইসলামী ব্যাংকের মেহেরপুর শাখার এভিপি ও শাখা

প্রধান জাহাঙ্গীর আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি ব্যাংক ম্যানেজার আনোয়ার হোসেন, কাথুলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি গোলজার হোসেন।

এ সময় বক্তব্য রাখেন কাথুলী ইউনিয়ন দুই নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বর মহব্বত আলী, কুতুবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এন্ড কলেজ শিক্ষক রেজাউর রহমান, কাথুলী ইউনিয়ন তাঁতী লীগ সভাপতি শিপন মিয়া, গাড়াবাড়িয়া বাজার কমিটি সভাপতি কুতুবউদ্দিন, এজেন্ট মেসার্স আলী এন্টারপ্রাইজ সত্ত্বাধিকারী আব্দুর রহিম।

ইসলামী ব্যাংকের জেলা শাখা অফিসার মইনুল আহমেদ স্বাগত বক্তব্য রাখেন। ব্যাংকের সুযোগ সুবিধা বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা ও ব্যাংকের লগো ফিতা কেটে উদ্বোধন ঘোষণা করেন ইসলামী ব্যাংকের মেহেরপুর শাখার এভিপি ও শাখা প্রধান জাহাঙ্গীর আলম।

পরে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন গাড়াবাড়িয়া দারুচ্ছালাম জামে মসজিদের পেশ ঈমাম হাফেজ সাইদুল ইসলাম।

দর্শনায় ওয়েভ ট্রেড ট্রেনিং এর সমাপ্তি

দর্শনায় তিন মাস ধরে মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, সুইং মেশিন অপারেশন ও ইলেট্রিক্যাল ইন্সটানেশন এন্ড মেইন্টেনেন্স প্রশিক্ষণের সমাপনি ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দর্শনা ওয়েভ ট্রেড ট্রেনিং সেন্টারে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় এবং ওয়েভ ফাউন্ডেশনের বাস্তবায়নে তিন মাস ব্যাপী এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সমন্বয়কারী আনিছুর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নিবার্হী অফিসার দিলারা রহমান।

তিনি দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা ৭৫জন প্রশিক্ষণার্থীদের

উদ্যেশে বলেন, এখান থেকে যে প্রশিক্ষণ পেয়েছ, তোমদের বাড়ি গিয়ে চাকুরী অথবা নিজে দোকান দিয়ে উপার্জনের পথ খুঁজে নিতে হবে।

এ প্রশিক্ষণ থেকে যে শিক্ষা নিলে তা ঠিক ভাবে কাজে লাগিয়ে আয় রোজগারে ব্যবস্থা করবে। বাল্য বিবাহ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে, বাড়ি থেকে যদি কেউ বিয়ে দেয় তোমরা বিয়ে করবে না। প্রয়োজনে বাল্য বিবাহ বিষয়ে আন্দোলন গড়ে তুলবে। এরপর প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণকারীদের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য শেষ করেন।

এছাড়া অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা কেরু চিনিকলের উপ-ব্যবস্থাপক প্রকৌশলী আরিফুল ইসলাম, ডাঃ আনোয়ার হোসেন রাজিব, দর্শনা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আওয়াল হোসেন, সাবেক সভাপতি মাই টিভির জেলা প্রতিনিধি ইকরামুল হক পিপুল ও হানিফ মন্ডল, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপ-সমন্বকারী নজরুল ইসলাম ও আব্দুস সালাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, ফেরদৌসী পারভীন পপি।

আলমডাঙ্গায় পুলিশের উপস্থিতিতে জমি পেলেন হাজী মোরাদ

আলমডাঙ্গার কালিদাসপুরে বেদখল হওয়া জমির আসল মালিককে কোর্টের রায়ে বুঝিয়ে দিলো পুলিশ। গতকাল রবিবার থানা পুলিশের উপস্থিতিতে হাজী মোহাম্মদ মোরাদ আলিকে এ জমি দখল করে দেয়।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার পৌর এলাকার কালিদাসপুর সাদাব্রিজ প্রাঙ্গণে হাজী মোহাম্মদ মোরাদ আলি ১৯৭৮ সালে এসএ রেকর্ড অনুযায়ী হিন্দু সম্প্রদায়ের হারু লালের নিকট থেকে ২ কাঠা জমি ক্রয় করে। বর্তমানে আরএস রেকর্ডে হাজী মোহাম্মদ মোরাদ আলির মালিকানা। সে দীর্ঘদিন ওই জমিতে দোকান নির্মাণ করে ব্যবসা পরিচালনা করে।

গত ৩ মাস পূর্বে শ্রীরামপুর গ্রামের মৃত-চাঁদ আলী জোয়াদ্দারের ছেলে আক্তার জোয়াদ্দার তার ভাই টাকু জোয়াদ্দার ওই জমি নিজের বলে দখল করে।

এই ঘটনায় হাজী মোহাম্মদ মোরাদ আলি বাদী হয়ে কোর্টে মামলা দায়ের করেন। কোর্টের আদেশ হাজী মোহাম্মদ মোরাদ আলিকে তার নিজ জমির মালিকানা ঘোষণা দেন এবং পুলিশের উপস্থিতিতে হাজী মোহাম্মদ মোরাদ আলিকে জমি বুঝিয়ে দেয়।

আলমডাঙ্গায় মেয়র প্রার্থী আবু মুসার পথসভা

আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে মেয়র প্রার্থী জেলা পরিষদ সদস্য ও পৌর আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি আবু মুসা মোটর সাইকেল শো-ডাউন ও পথসভা করেছেন।

তিনি গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় আনন্দধাম, হাউসপুর, হাজী মোড়, পশুহাট মোড়, সোনাপট্রি, মাছবাজার, বন্ডিবল, স্টেশনপাড়া, গোবিন্দপুর, পুরাতন বাস স্ট্যান্ডসহ বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেন।

পরে আলিফ উদ্দিন মোড়ে এক পথসভায় বক্তব্য রাখেন। পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য আবু মুসা বলেন, আমি দীর্ঘদিন পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলাম। সভাপতি থাকা অবস্থায় কখনো কোন অনিয়ম দুর্নীতি করিনি। কারো জমি দখল, থানায় দালালি টাকা আত্মসাত করিনি। মানুষের কল্যাণে কাজ করেছি। এই করোনার সময়ে মানুষের পাশে থেকে সেবা করেছি। আবু মুসা বলেন, এই পৌরসভার চেয়ারে অনেকেই ছিলেন কিন্তু কোন উন্নয়ন করেনি।

আজকে রাস্তা ঘাটের বেহাল অবস্থা। পৌরসভার সার্বিক উন্নয়নে আসন্ন পৌরসভা নির্বাচনে আপনারা আমার সাথে থাকবেন। আমি যদি নির্বাচনে জিততে পারি তাহলে মানুষের কল্যাণে নিজেকে আত্ম নিয়োগ করবো।

সভায় বক্তব্য রাখেনন চাঁদ মিয়া, ফরিদ হোসেন, ছাত্রলীগ নেতা রঞ্জু। হারুন অর রশিদ, নুরুন্নবী, শাহিন রেজা, ঠান্ডু রহমান, ছানোয়ার হোসেন, বাবু মিয়া, কিবরিয়া, লিটন, ওসমান গনি, জয়, সেন্টু, খাইরুল, ফারুক হোসেন, সাব্বির হোসেন, কেস্ট, রকিবুল,

তুষার, সেতু, আব্দুল্লাহ, আক্তারুজ্জামান, আসিফ, সায়েম ও কামাল হোসেন প্রমুখ।

দর্শনার ওসির মানবাধিকার পুরস্কার অর্জন

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ মাহাব্বুর রহমান এশিয়া ছিন্নমূল মানবাধিকার বাস্তবায়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক “মানবাধিকার পুরস্কার-২০২০” অর্জন করেছেন। বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

অসহায় মানুষের পাশে সাহায্যের হাত বাড়ানো, দর্শনা থানা এলাকায় বিভিন্ন মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক দ্বন্দ্বের শান্তিপূর্ণ সমাধান করাসহ বিভিন্ন প্রকার মানবিক কাজের জন্য তাকে এশিয়া ছিন্নমূল মানবাধিকার বাস্তবায়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক “মানবাধিকার পুরস্কার-২০২০” প্রদান করেছে।

অফিসার ইনচার্জ বলেন, আমার এই কৃতিত্বের দাবিদার দর্শনাবাসি ও আমার সহকর্মীবৃন্দ। আগামী দিনের জন্য সকলের দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করছি।

আলমডাঙ্গায় দুই জুয়াড়ির কারাদণ্ড

আলমডাঙ্গায় জুয়া খেলার অপরাধে দুই জুয়াড়িকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। গতকাল রবিবার দুপুরে আলমডাঙ্গায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার এই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

আলমডাঙ্গা শহরের রেলস্টেশন এলাকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে জুয়া খেলার সময় পৌর এলাকার রেলকলনী পাড়ার নিরনজন বেদের ছেলে শিবু বেদ (৩০) ও মানিক বেদের ছেলে সুজন বেদ (৩৬)কে, জুয়ার আসর থেকে জুয়া খেলার সময় হাতেনাতে আটক করে পুলিশ।

বিষয়টি আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবহিত করলে, তিনি ঘটনা স্থলে উপস্থিত হয়ে, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেড হিসেবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ লিটন আলী ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে সুজন বেদ ও শিবু বেদ দুই জনকে একই মেয়াদে ১০ দিনের কারাদণ্ড প্রদান করেন।

প্রশিক্ষণের টাকা আত্মসাৎ, আন্দোলনের মুখে ফেরত

মেহেরপুরে প্রাণী সম্পদ বিভাগের বিরুদ্ধে প্রশিক্ষণের সম্মানী ভাতা’র টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে পুরো টাকা ফেরতের দাবিতে যুব উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রধান ফটকে তালা ঝুলিয়ে আন্দোলন করতে থাকে প্রশিক্ষণার্থীরা। এ সময় মেহেরপুর সদর থানার একটি পুলিশের দল সেখানে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। পরে প্রশিক্ষণার্থীদের আন্দোলনের মুখে আরও ৫শ টাকা ফেরত দেয় জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা জাহাঙ্গির আলম।

জানা গেছে, গত ১১ ডিসেম্বর জেলা প্রাণী সম্পদ বিভাগের আয়োজনে তিন দিনের “ব্লাক বেঙ্গল জাতের ছাগল পালন ও উন্নয়ন, উন্নত প্রযুক্তি এবং প্রাণিসম্পদ মাঠ স্কুল(এলএফএস) বাস্তবায়ন শীর্ষক সিজিএফ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

যেখানে মেহেরপুরের তিন উপজেলার দশ জন করে মোট ত্রিশ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণে অংশ নেয়। আজকে প্রশিক্ষণের সমাপনী দিন ছিল। সমাপনী দিনে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে ৫’শ টাকা করে সম্মানী ভাতা’র খাম ধরিয়ে দেওয়া হয়। অথচ প্রশিক্ষণার্থীদের দাবি, ২৯’শ টাকায় সাক্ষর করিয়ে নিয়ে আমাদের ৫’শ টাকা দেওয়া হচ্ছে।

আন্দোলনকারি প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে মেহেরপুর সদরের প্রতিনিধি

জাহিদ হাসান জানান, আমরা তিনদিন ধরে প্রশিক্ষণ করছি। অথচ আমাদের প্রশিক্ষণের প্রথম দিনেই সকল সাক্ষর করে নেওয়া হয়। আজ শেষ দিন আমাদের হাতে মাত্র ৫শ টাকা দেওয়া হচ্ছে। গাংনী উপজেলার প্রতিনিধি নুরজাহান নুরি ও মুজিবনগর উপজেলার প্রতিনিধি জোহন মন্ডল একই কথা বলে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর যুব উন্নয়ন কেন্দ্রের উপ-পরিচালক ফিরোজ আহমেদ জানান, আমাদের যুব উন্নয়ন কেন্দ্রটাকে জেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগ ভেন্যু হিসেবে ব্যবহার করেছে। টাকা আত্মসাতের বিষয়ে আমার জানা নেই।

জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা জাহাঙ্গির আলম জানান, আমাদের প্রশিক্ষণ প্রকল্পে মোট ৭৪ হাজার টাকা বরাদ্দ ছিল। তিন দিনের যাবতীয় খরচ বাদ দিয়ে যে টাকা ছিল সেটা প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সম্মানী ভাতা হিসেবে দেওয়া হয়েছে। এখানে কোন ধরনের দুর্নীতি করা হয়নি।

মুক্তিযোদ্ধার সম্মান চান ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মঞ্চ প্রস্তুতকারী লিয়াকত আলী লেবু

মুক্তিযোদ্ধার সম্মান চান ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল, অস্থায়ী সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের মঞ্চ প্রস্তুতকারী লিয়াকত আলীসহ মঞ্চ প্রস্তুতকারীরা।

আর সেই লক্ষ্যে গতকাল রবিবার বিকালে তিনি শেরপুর থেকে এসে ১৯৭১ সালের মঞ্চ প্রস্তুতকারী ও স্থানীয় সংগ্রাম কমিটির সদস্যদের সাথে নিয়ে মুজিবনগর সৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পণকালে সাংবাদিকদের সামনে এ সকল কথা বলেন।

লিয়াকত আলী মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের মৃত রেয়াজ উদ্দীন আহম্মেদ এর ছেলে। তার পিতা মৃত রেয়াজ উদ্দীন আহম্মেদ ছিলেন